রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

সে কি এমি মেয়ের মেয়ে।
যাঁর নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে॥
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করে কটাক্ষে হেরিয়ে।
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে॥
যে চরণে শরণ লয়ে দেবতা বাঁচে দায়ে।
দেবের দেব মহাদেব যাঁহার চরণে লোটায়ে॥
প্রসাদ বলে রণে চলে রণময়ী হয়ে।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে হুঙ্কার ছাড়িয়ে॥ ৯৩।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি॥
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা ভুলেছ কি রাজনন্দিনী।
তারা কতদিনে কাটবে আমার এ দুরন্ত কালের ফাঁসি॥
প্রসাদ বলে কি ফল হবে হই যদি গো কাশীবাসী।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধরে পিতা হলেন শ্মশানবাসী॥৯৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

তাই কালরূপ ভালবাসি।
কালী জগমনোমোহিনী মা এলোকেশী॥
কালের গুণ না ভাল জানে শুক শম্ভু দেবঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব কালোরূপ তাঁর হৃদয়বাসী॥

কালো বরণ ব্রজের জীবন ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী বাঁশী ত্যজে করে অসি॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের তারা সকল এক বয়সী।
ঐ যে তারা মধ্যে কোলে মা মোর বিরাজে পূর্ণিমার শশী॥
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে কালোরূপে মিশামিশি।
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক মন করোনা দ্বেষাদ্বেষি॥২৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা যেমি নাচাও তেমি নাচে॥
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে।
ওমা তুমি ক্ষিতি তুমি জল ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে॥
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।
ওমা তুমি দুঃখ তুমি সুখ চণ্ডীতে তো লেখা আছে॥
প্রসাদ বলে কর্ম্মসূত্রে সে সূতার কাটনা কেটেছে।
ওমা মায়া সূত্রে বেঁধে জীব ক্ষেপা ক্ষেপি খেল খেলিছে॥২৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

—আর তোরে না ডাকব কালী।
তুই মেয়ে হয়ে অসি ধরে লেংটা হয়ে রণ করিলি॥
দিয়াছিলি একটা বৃত্তি তাওতো দিয়ে হরে নিলি।
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে, মা হয়ে তার মাথা খেলি॥
দীন রামপ্রসাদ বলে মা এবার কালী কি করিলি।
ঐ যে তারা নামে দিয়ে ভরা লাভে মূলে ডুবাইলি॥২৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এলোকেশী দিগ্বসনা।
কালী পুরাও মোর মনোবাসনা।
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি,
আমার হবে কি মা হবে দয়া বলে দে মা ঠিক ঠিকানা।
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা তোমার কাছে,
এমা তুমি বিনে ত্রিভুবনে এ বাসনা কেউ জানেনা ॥৯৮॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

মা বলে ডাকিস না রে মন মাকে কোথা পাবে ভাই।
থাকলে এসে দিত দেখা সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই ॥
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশ পুত্র দাহন করে,
ওরে অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে, কালাশৌচে কাশী যাই ॥ ৯৯ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

হয়েছি জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর মা শ্যামা ॥
ঐ যে করিয়েছে জামিনদারী নেচে উঠে ছটা বাদী।
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হইতো পুরে হতে দূর করে দি ॥
বিমাতা মরেন শোকে ছটায় যদি আমল না দি।
প্রসাদ নিত্যানন্দ পুরে থাকি, পার হয়ে যাই আনন্দী ॥

হজুরে তজবিজ কর মা হাকিম আছি ফরিয়াদী।
এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন সাধারণ নয় যে তা দি॥
মাতা আত্মা মহাবিদ্যা অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
ওমা তোমার পুত্রে দখিল হতে জোর করে কার কাছে কাঁদি॥
প্রসাদ ভণে ভরসা মনে বাপতো নহেন মিথ্যাবাদী॥
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি আর কি এবার ফাঁদে পা দি॥১০০

রাগিণী ঝিংলা—তাল একতালা।

ও জননী অপরা জন্মহরা জননী।
অপারে ভবসংসারে এক তরণী॥
অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদ ভাবে শিবাশিব,
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা স্বরূপিণী।
মায়াতীত নিজে মায়া উপাসনা হেতু
দীন দয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী॥
আনন্দ কাননে ধাম, কল কি তারিণী নাম,
যদি জপে দেহ অন্তে শিব বলে মানি।
কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়া হীন,
নিজ গুণে তারয়, ত্রিলোকতারিণী॥ ১০১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

পতিত পাবনী পদ্মা পরামৃত ফলদায়িনী।
স্বয়ম্ভু শিরসি সদা সুখদায়িনী॥
সুদীনে [illegible] ছায়া, বিভুর শঙ্কর জায়া,
কাতরে [illegible] মা নিস্তার কারিণী॥

কৃত পাপহীন পুণ্য * বিষয় ভজনাশূন্য
তারারূপে তারণ মাং নিখিল তরণী ভব,
ত্রাণ হেতু ভবার্ণব, চরণ তরণী তব,
প্রসাদে প্রসন্ন ভব, ভবগেহিনী ॥ ১০২ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

ও কেরে মনমোহিনী।

ঐ মনমোহিনী ॥

ঢল ঢল ঢল তড়িত পুঞ্জ, মণিময় কত কান্তি ছটা,
একি চিত্ত ছলনা দৈত্য দলনা ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী ॥
সপ্ত পেতি সপ্ত হেতি সপ্তবিংশ প্রিয় নন্দিনী।
শশী খণ্ড শিরসি, মহেশ উরসি, হরের রূপসী একাকিনী।
ললাট ফলকে, অলকা ঝলকে, নাসানলকে বেসর মণি।
মরি হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ, সুধারসকূপ বদনখানি ॥
শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশপাশ কাদম্বিনী।
বামা সমরে বরদা, অসুর দরদা, নিকটে প্রমদা, প্রমাদ গণি।
কহিছে প্রসাদ, না কর বিষাদ, পড়িল প্রমাদ, স্বরূপে মানি।
না হব জয়ী রে, ব্রহ্মময়ী রে, করুণাময়ী যে, বল জননী ॥১০৩॥

রাগিণী বিভাস—তাল তিওট।

এলো চিকুর ভার, এ বামা, মার মার রবে ধায়।
রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতি রূপবতী গতি,
রতিপতি মতি মোহে রে ॥

---

* অপরবিধ পাঠ;—পাপ কৃত যদি পুণ্য।

অপযশ কুলে কালী, কুলনাশ করে কালী,
নিশুম্ভ নিপাতী কালী, সব সেরে যায়।
সকল সেরে যায়, একি ঠেকিলাম দায়, এ জন্মের মত বিদায়॥
কাল বলে একতাল, এড়ালাম যে জঞ্জাল, সেই কাল চরণে লুটায়
টেনে ফেল রক্তাকুল, গঙ্গাজলে বিল্বদল,
শিব পূজায় এই ফল অশিব ঘটায়॥
অশিব ঘটায়, এই দনুজ ভটায়, কি কুরব রটায়।
ভব দৈবরূপ শব, মুখে মাত্র নাহি রব, কার ভরসায় রব হায়॥
চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না হই জয়ী,
নিতান্ত করুণাময়ী, স্থান দিবে পায়।
স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়, এজন্ম কর্ম্ম দায়॥
প্রসাদ বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে,
এ সঙ্কটে প্রাণে বাঁচা দায়।
মরণে কি আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণা হয়,
দক্ষিণান্তে মন লয় কর দৈত্যরায়॥
ওহে দৈত্যরায়, ভজ এই দক্ষিণায়, আর কি কাম আশায়॥১০৮

রাগিণী খাম্বাজ—তাল রূপক।

মা কত নাচ গো রণে।
নিরুপম বেশবিগলিত কেশ, বিবসনা হরহৃদে কত নাচ গো রণে।
সদ্য হত দিতিতনয় মস্তকহার লম্বিত সুজঘনে।
কত বাঞ্ছিত কটীতটে, নরকরনিকর, কুণপ শিশু শ্রবণে॥
অধর সুললিত, বিম্ব বিনিন্দিত কুন্দ বিকসিত, সুদশনে।

শ্রীমুখমণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্টহাস্য বদনে ॥
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর, রুধির কিবা শোভা ও বরণে।
প্রসাদ প্রবদতি, * মম মানস নৃত্যতি, রূপ কি ধরে নয়নে ॥১০৫॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল রূপক।

এলো চিকুর নিকর, নরকর কটীতটে, হরে বিহরে রূপসী।
সুধাংশু তপন, দহন নয়ন, বয়ানবরে বরিষ শশী ॥
শব শিশু ইষু, শ্রুতিতলে, বামকরে মুণ্ড অসি।
বামেতর কর যাচে অভয় বর, বরাঙ্গনা রূপ মসি ॥
সদা মদালসে, কলেবর খসে, হাসে প্রকাশে সুধারাশি।
সমরা শবাসা, মাভৈঃ মাভৈঃ ভাষা, সুবেশানুকূল ষোড়শী ॥
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবপ্রিয়া ভবার্ণব ভয় নাশি।
জনুর যন্ত্রণা, হরণে মন্ত্রণা, চরণে গয়াগঙ্গা কাশী ॥ ১০৬ ॥

রাগিণী বিভাস—তাল ত্রিওট।

নবনীল নীরদ তনুরুচি কে ঐ মনোমোহিনী রে।
তিমির শশধর, বাল দিনকর, সমা চরণে প্রকাশ।
কোটিচন্দ্র অবনত, শ্রীমুখমণ্ডল, নিন্দি সুধামৃত ভাষ ॥
অবতংস সে শ্রবণে, কিশোর বিধি হরি গলিত কুন্তল পাশ।
গলে সুন্দর বরণ সুহার লম্বিত সতত জঘনে নিবাস ॥
বামায় বাম করপর, খড়্গ নরশির, সব্যে পূর্ণাভিলাষ।
শশী সকল ভালে, বিরাজে মহাকালে, ঘোর ঘন ঘন হাস ॥

---

* অপরবিধ পাঠ—শ্রীরামপ্রসাদ ভণে।

ভণে শ্রীকবিরঞ্জনে, বাঞ্ছা করেছি মনে,
কৃপাবলোকনে, কলুষচয় কর নাশ।
তব নাম বদনে, যে প্রকাশে সে জনে,
প্রভাবে এ কথা আভাষ ॥ ১০৭ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমেতেতালা।

হুহুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা।
কামরিপু মোহিনী ও কে বিরাজে বামা ॥
তপন দহন শশী, ত্রিনয়নী ও রূপসী, কুবলয়দল তনু শ্যামা।
দিগ্বসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী, সমরনিপুণা গুণধামা ॥
কহিছে প্রসাদ দাস, তারিণী সম্মুখে যার,
যমজয়ী বাজাইয়া দামা ॥ ১০৮ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমেতেতালা।

বামা ও কে এলোকেশে।
সঙ্গিনী রঙ্গিনী, ভৈরবী যোগিনী, রণে প্রবেশে অতি বেশে।
কি সুখে হাসিছে, লাজ না বাসিছে, নাচিছে মহেশ উরসে।
ঘোর সমরে মগনা, হয়েছে নগ্না, পিবতি সুধা কি আবেশে ॥
ঢলিয়া ঢলিয়া যাইছে চলিয়া, ধর রে বলিয়া ঘন হাসে।
কাহার নারী রে, চিনিতে নারি রে, মোহিত করেছে ছিন্নবেশে ॥
কারে আর ভজরে, ও পদে মজরে,
রূপে আলো করিছে দিগ্‌ দশে।
প্রসাদ বলে রে, হয়েছে মন রে,
প্রসাদ ভণে যে চল কৈলাসে ॥ ১০৯ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমেতেতালা।

ওরে ইন্দীবর নিন্দিকান্তি বিগলিত বেশ।
বলহীনা কে সমরে,
মদনমথন উরসী রূপসী, হাসি হাসি বামা বিহরে॥
প্রলয়কালীন জলদ গর্জ্জে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জ্জে,
জনমনোহরা শমন সোদরা গর্ব্ব খর্ব্ব করে॥
শাস্ত্রে শস্ত্রে প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা,
ক্রুদ্ধ নয়নে, নিরখে যে জনে, গমন শমন নগরে।
কলয়তি প্রসাদ হে জগদম্বে, সমরে নিপাত রিপু কদম্বে,
সম্বর বেশ, কুরু কৃপালেশ, রক্ষ বিবুধ নিকরে॥১০॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমেতেতালা।

চল চল জলদবরণে এ কার রমণী রে।
নখরাজি উজ্জ্বল, চন্দ্র নিরমল, সতত ঝলকে কিরণ।
নিরখ হে ভূপ, ঈশ শবরূপ, উরসি রাজে চরণ॥
একি চতুরানন হরি, কলয়তি শঙ্করী, সম্বরণ কর রণ।
মগনা রণমদে, সচকা ধরাপদে, চরণে অচল চালন।
ফণীরাজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত, প্রলয়ের এই কি কারণ॥
প্রসাদ দাসে ভাষে, ত্রাহি নিজদাসে, চিত্তমে মম বারণ।
সদা শিবাসব পানে, ভ্রমিছে বিজ্ঞানে, কদাচ না মানে বারণ॥১১॥

রাগিণী বিভাস—তাল ঢিমেতেতালা।

অলকার শশমুখী, সুধাপানে সদা সুখী,
তনু তনু নিরখি অতনু চমকে।
না জাব বিরূপ রূপ, যাঁরে ভাব ব্রহ্মরূপ,
পদতলে শবরূপ, বামা রণে কে॥
শিশু শশধর ধরা, গুণধরা সুধার মধুরাধরা,
প্রাণ ধরা তার ধরা আলো করেছে।
চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর,
বৈশ্বানর নেত্রবর কর ঝলকে॥
শ্যামা অগ্রগণ্যা, বটে ধন্যা কার কন্যা,
কিবা অন্বেষণে রণে এসেছ।
সঙ্গে কি বিকৃতিগুলা, নখ গুলা দন্ত মুলা,
এলো চুলা গায় ধুলা ভয় করে হে॥
কবি রামপ্রসাদ ভাষে, রক্ষা কর নিজ দাসে,
যে জন একান্ত ত্রাসে মা বলেছে।
তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা,
তবে গো তোমার উমা, মা বলিবে কে॥ ১১২

রাগিণী বিভাস—তাল ঢিমেতেতালা।

মরি ও রমণী কি রণ করে।
রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদভরে,
রথ সারথী তুরঙ্গ পরাসে।
কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল,
নিকর কর ঢাকে চিকুর পাশে॥

আতঙ্কে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গে পতঙ্গ প্রায়,
মনে বাসি শশী খসি, পড়ে তরাসে।
নিরুপমা রূপছটা, ভেদ করে ব্রহ্মজটা,
প্রবল দনুজঘটা, গেলে গরাসে॥
ভৈরবী বাজায় গাল, যোগিনী ধরিছে তাল,
মরি কিবা সুরসাল, গান বিভাসে।
নিকটে বিবুধ বধূ, যতনে যোগায় মধু,
দোলায়ে বদন বিধু, মৃদু মৃদু হাসে॥
সবাকার যার আশা, ঘুচায়েছে আশা বাসা,
জীবনে নিরাশা, ফিরে না যায় বাসে।
ভণে রামপ্রসাদ সার, নাম লয়ে আশা যার,
আনন্দে বাজায়ে দামা চল কৈলাসে॥ ১১৩॥

রাগিণী মল্লার—তাল পয়রা।

এলোকেশে কে সবে এলোরে বামা।
মধুর মিকর হিমকরবর রঞ্জিত পদ তনু মুখ হিমধামা।
নব নব সঙ্গিনী, নব রসরঙ্গিনী, হাসত ভাসত নাচত বামা।
ভুজবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজ দলে, ধরাতলে হতরিপু সমা॥
ভৈরব ভূত প্রমথগণ, ঘন রবে রণজয়ী শ্যামা।
করে করে ধরে তাল, বব বম বাজে গাল,
ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড়ু গুড়ু বাজিছে দামামা॥
ভবভয় ভঞ্জন, হেতু কবিরঞ্জন, মুকুতি করম সুনামা।
তব গুণ শ্রবণে, সতত মম মনে
ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরামা॥ ১১৪॥

রাগিণী মল্লার—তাল খয়রা।

মোহিনী আশা বাসা, ঘোর তমনাশা বামা কে।
ঘোর ঘটা কান্তি ছটা ব্রহ্ম জটা ঠেকেছে॥
রূপসী শিরসী শশী, হরোরসী এলোকেশী,
মুখ আলা সুধা ঢালা কুলবালা নাচিছে।
ক্রুত চলে অঙ্গ টলে, বাহুবলে দৈত্যদলে,
ডাকে শিবা রব কিবা দিবা নিশি করেছে।
ক্ষীণ দীন ভাগ্যহীন, দুষ্টচিত্ত সুকঠিন,
রামপ্রসাদে কালীর বাদে কি প্রমাদে ঠেকেছে॥ ১১৫॥

রাগিণী মল্লার—তাল খয়রা।

সদাশিব শবে আরোহিণী কামিনী।
শোভিত শোণিতধারা যেমে সৌদামিনী॥
একি দেখি অসম্ভব, আসন করেছে শব,
মূর্ত্তিমতী মনোভব, ভবকামিনী।
রবি শশী বহ্নি আঁখি, ভালে শশী শশিমুখী,
পদনখে শশী রাশি গজগামিনী।
শ্রীকবিরঞ্জন ভণে, কাদম্বিনী রূপ মনে,
ভাবয়ে ভকতজনে, দিবস রজনী॥ ১১৬॥

রাগিণী বিভাস—তাল তিওট।

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।
বিপরীত ক্রীড়া ব্রীড়াগতাসবে॥

গদ গদ রসে ভাসে, বদন ভুলায়ে হাসে,
অতনু সতনু তনু অনুভবে।
রবিসুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,
ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য লভে॥
অরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে,
অনলে অনল মিলে অনল নিভে।
কহয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,
নিরখিলে পাপ তাপ কোথায় রবে॥ ১১৭॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

শ্যামা বামা কে?
তনু দলিতাঞ্জন, শরদ সুধাকর মণ্ডলবদন রে।
কুন্তল বিগলিত, শোণিত শোভিত,
তড়িত জড়িত নবঘন ঝলকে॥
বিপরীত একি কাষ, লাজ ছেড়েছে দূরে,
ঐ রথরথী গজবাজী বয়ানে পূরে॥
সুর দল প্রবল, সকল হত বল, চঞ্চল বিকল হৃদয়ে চমকে॥
প্রচণ্ড প্রতাপ রাশি মৃত্যুরূপিণী,
ঐ কামরিপু পদে এ কেমন কামিনী।
ত্রজে গগন ধরণী ধর সাগর, ঐ যুবতী চকিতে নয়ন পলকে।
তাম ভবার্ণব তারণ হেতু, ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু।
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন,
কুরু কৃপালেশ, জননী কালীকে॥ ১১৮॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ত্রিওট।

চিকণ কালরূপা সুন্দরী ত্রিপুরারি হৃদে বিহরে।
অরুণ কমলদল, বিমল চরণতল, হিমকর নিকর রাজিত নখরে॥
বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমির কলাপ নাশে,
তাহে সুধা অমিত ক্ষরে॥
ভ্রমে কোকনদ দল, মধুকর চঞ্চল,
লঘুগতি পতিত যুবতী অধরে॥
সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীনা,
কি কঠিন দয়া না করে।
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণহর, বরষিত শরখর, কত কত শত শত রে।
কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি, ভাবি ভাবি নয়ন ঝরে,
ঐ পদ পঙ্কজ পল্লবে বিহরতু শামক মানস হাস ধরে॥ ১১৯॥

রাগিণী ললিত—তাল ত্রিওট।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে, বিগলিত কুন্তলজাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ সুন্দর, তনুরুচি বিজিত তরুণ তমাল॥
যোগিনীগণ সকল ভৈরব সমর করে ধরে করে তাল।
ফুল্ল মানস, ঊর্দ্ধে শোণিত পিবতি নয়ন বিশাল॥
নিগম সারিগম গণ গন গণ সবস্বর যন্ত্র মণ্ডল জাল।
তা তা থেই ঝিমকি ঝিমকি ধা ধা ডম্ফ বাজ রসাল।
প্রসাদ কবয়তি হে শ্যামা সুন্দরি, রক্ষ মম পরকাল।
দীনহীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ বারয় কাল করাল॥ ১২০॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

সমর করে ও কে রমণী।
কুলবালা ত্রিভুবন মোহিনী॥
ললাট নয়ন বৈশ্বানর, বাম বিধু বামেতর তরণি।
মরকত মুকুর বিমল মুখমণ্ডল নূতন জলধর বরণী॥
শব শিব হৃদয় মন্দাকিনী রাজিত চল চল উজ্জ্বল ধরণী॥
তদুপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ,
সুচারু নখর নিকর সুধা ধামিনী॥
কলয়তি কবিরঞ্জন করুণাময়ী করুণাং কুরু হরমোহিনী।
গিরিবর কন্যে, নিখিল শরণ্যে, মম জীবনধন জননী॥ ১২৬।

রাগিণী বেহাগ—তাল তিওট।

শ্যামা বামা গুণধামা কামান্তক উরসী।
বিহরে বামা স্মরহরে॥
সুরী কি অসুরী কি মাগী কি পন্নগী কি-মায়াবী।
নাসে মুকুতাফল বিলোয়, পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর,
সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হাসি।
একি রূপে কবরী করে ধরে রণে পশি,
কম্বুক্ষীণা স্তনপীনা বস্ত্রহীনা ষোড়শী॥
নীলকমল দল জিতাঙ্গ, তড়িত জড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিতা কুচ অপ্রকাশ, ভালে শিশু শশী।
কত ছলা কত কলা এ অবলা চিত্তে নাশি,
রামা নব্যা ভব্যা অত্যাহতগামিনী রূপসী॥

দিতিসুতচয় সমর প্রচণ্ড সলিলে প্রবেশি।
কেটা চিত্তে বেটা, হয়ে লেটা, দুঃখরাশি।
মম সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে একি সর্ব্বনাশী॥
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমির পুঞ্জ নাশ,
হৃদয়কমলে সতত দাস শ্যামা দীর্ঘকেশী।
ইহকালে পরকালে, অগ্নী কালে তুচ্ছ বাসি,
কর্ণা নিতান্ত, কৃতান্ত শান্ত, শ্রীকান্ত প্রবেশি॥ ১২২॥

রাগিণী ললিত—তাল তিওট।

ও কার রমণী সমরে নাচিছে।
দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে॥
তনু নব ধরাধর, রুধিরধারা নিকর,
কালিন্দীর জলে কি কিংশুক ভাসিছে॥
বদন বিমল শশী, কত সুধা ক্ষরে হাসি,
কারারূপে তম রাশি রাশি নাশিছে।
কহে কবি রামপ্রসাদে, কালীকা কমল পদে,
মুক্তিপদ হেতু যোগী হৃদে ভাবিছে॥ ১২৩॥

রাগিণী ললিত—তাল তিওট।

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ, তরুণ বয়েস।
দনুজদলনা, ললনা সমরে শবে বিগলিত কেশ॥
ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমর বিবাদিনী, মদোন্মাদিনী বেশ।
ভূত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে,
অঙ্গিনীবর সঙ্গিনী নগ্না সমান বেশ॥

গজ রথরথী করত গ্রাস, সুরাসুর নর হৃদয় ত্রাস,
দ্রুত চলত টলত ধরে গরগর, নরকর কটিদেশ।
করিছে প্রসাদ ভুবনপালিকে, করুণাং কুরু জননী কালীকে,
ভব পারাবার তরাবার ভার, হরবধূ হর ক্লেশ ॥ ১২৪ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

কে মোহিনী ভালে ভাল শশী পরম রূপসী,
বিহরে সমরে বামা বিগলিত কেশী।
তনু ঘন অমানিশা, দিগম্বরী বালা কৃশা,
দক্ষে বরাভয়, বাম করে মুণ্ড অসি ॥
মরি কিবা অপরূপ নিরখ দনুজ ভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।
জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শব ছলে,
পদে মহাকাল কালরূপ হেন বাসি ॥
নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে,
ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি।
ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে,
গিলে রথরথী গজবাজী রাশি রাশি ॥
ভণে রামপ্রসাদ দায়, না জান মহিমা যার,
চৈতন্যরূপিণী নিত্য ব্রহ্মমহিষী।
যেই শ্যাম সেই শ্যামা, আকার আকারে বামা,
আকার করিয়া লোপ, অসি ভাব বাঁশী ॥ ১২৫ ॥

রাগিণী ললিত—তাল রূপক।

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী।
বিগলিত চিকুরঘটা, গমনে বরটা, বিবসনা শবাসনা সদালসা।
ষোড়শী ষোড়শকলা, কৃশকা সরলা, ললাটে বালার্ক বিধু,
শ্রুতিতলে ব্রহ্মা বিধু, মনোজ্ঞা মধুরস্বরী, মধুর লালসা॥
সোমমৌলি প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম,
ভজে বুধ বৃহস্পতি, হীন কর্মনাশা।
হরিণাক্ষী হরিমধ্যা, হরিহর ব্রহ্মারাধ্যা,
হরি পরিবার সেই, যে ভজে পিয়াসা॥ ১২৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার আমি করব কৃষি।
ওগো এ ভব সংসারে আসি॥
তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিয়ে, বসে দেখ রাজমহিষী॥
দেহ অসীম জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চষি।
মাগো যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হইলে; আনন্দসাগরে ভাসি॥
হৃদয় মধ্যেতে আছে, পাপরূপী তৃণরাশি।
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে মুক্ত, কর গো মা মুক্তকেশী॥
কাম আদি ছয়টা বলদ, বহিতে পারে অহর্নিশি।
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে, শস্য পাব রাশি রাশি॥
প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী।
আমার মনের বাসনা তোমার, ও রাঙ্গা চরণে মিশি॥ ১২৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

তারা তরী লেগেছে ঘাটে।
যদি পারে যাবি মন আয়রে ছুটে॥
তারা নামে পাল খাটায়ে, ত্বরায় তরী চল বেয়ে,
যদি পারে যাবি, দুখ মিটাবি, মনের গিরা দেরে কেটে।
বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হল, কি করবে আর ভবের হাটে।
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, বাঁধ রে বুক এঁটে সেঁটে। —
ওরে এবার আমি ছুটিয়াছি, ভবের মায়া বেড়ী কেটে॥ ১২৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুতলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি;
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘর করে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতামাতারে তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি;
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে হইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ জ্ঞানসিন্ধুমাঝে ডুবাইবি॥

প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি।
ওরে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মতন মন হবি ॥ ১২৯ ॥

রাগিণী ঝংলা—তাল একতালা।

জয় কালী জয় কালী বলে জেগে থাকরে মন।
তুমি ঘুম যেয়োনা রে ভোলা মন ঘুমেতে হারাবে ধন ॥
নব দ্বার ঘরে, সুখে শয্যা করে, হইবে যখন অচেতন।
তখন আসিবে নিন্দ, চোরে দিবে সিঁধ, হরে লবে সব রতন ॥১৩০॥

রাগিণী ঝংলা—তাল একতালা।

তোমারে বারে বারে, জানাব আর দুঃখ কত।
ভাসিতেছি দুঃখনীরে স্রোতের সেহলার মত ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মা বুঝি নিদয়া হলে,
দাঁড়াও একবার নিজ মন্দিরে, দেখে যাই জনমের মত ॥ ১৩১ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না ॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জান না।
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা।
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চান্ তায়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা।
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা।

ওরে কোন্ লাজে খাওয়াইতে চাস্ তায়,
আলো চাল আর বুট ভিজনা ॥
জগৎকে পালিছেন যে মা, সাদরে তাও কি জান।
ওরে কেমনে দিতে চাস বলি, মেষ মহিষ আর ছাগলছানা ॥১৩২॥

রাগিণী টৌরী জোয়ানপুরী—তাল একতালা।

সময় তো থাকবে না গো মা কেবল কথা রবে।
কথা রবে, কথা রবে, মাগো জগতে কলঙ্ক রবে ॥
ভাল কিবা মন্দ কালী, অবশ্য এক দড়া হবে।
সাগরে যার বিছানা মা, শিশিরে তার কি করিবে ॥
দুঃখে দুঃখে জর জর আর কত মা দুঃখ দিবে।
কেবল ঐ দুর্গানাম, শ্যামা নামে কলঙ্ক রটাবে ॥ ১৩৩ ॥

রাগিণী টৌরী জোয়ানপুরী—তাল একতালা।

আমায় ছুঁয়োনা রে শমন আমার জাত গিয়েছে।
যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে ॥
শোন্ রে শমন বলি আমার জাত কিসে গিয়াছে (ওরে শমনরে)
আমি ছিলেম গৃহবাসী কেলে সর্ব্বনাশী আমায় সন্ন্যাসী করেছে ॥
মন রসনা এই দুজনা, কালীর নামে দল বেঁধেছে (ওরে শমনরে)
ইহা করে শ্রবণ রিপু ছয়জন ডিঙ্গা ছাড়িয়াছে ॥ ১৩৪ ॥

রাগিণী মোহিনী বাহার—তাল একতালা।

আয় দেখি মন তুমি আমি দুজনে বিরলেতে বসিয়ে।
যুক্তি করি মনে প্রাণে, পিঞ্জর গড়ব গুরুচরণে,
পদে লুকাই সুধা খাব যমের বাপের কি ধার ধারি রে।
মন বলে করিবে চুরি ইহার সন্ধান বুঝিনে রে॥
গুরু দিয়েছেন যে ধন অভয়চরণ কেমনে খরচ করিবে।
শ্রীরামপ্রসাদের আশা কাঁটা কেটে খোলসা করিবে।
মধুপুরী যাব মধু খাব শ্রীগুরুর নাম হৃদে ধরে॥ ১৩৪॥

রাগিণী ঝিংলা—তাল একতালা।

আমার অন্তরে আনন্দময়ী।
সদা করিতেছেন কেলি॥
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি, নামটী কভু নাহি ভুলি॥
আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি, অন্তরেতে মুণ্ডমালী॥
বিষয় বুদ্ধি হইত হত, আমায় পাগল বোলে বলে সকলি।
আমায় যা বলে তাই বলুক তারা, অন্তে যেন পাই পাগলী॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, মা বিরাজে শতদলে,
আমি শরণ নিলাম চরণতলে, অন্তে না ফেলিও ঠেলি॥১৩৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে।
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম বাঁধা আছে শিবের কাছে॥

ও চরণ উদ্ধারের মা আর কি কোন উপায় আছে।
এখন প্রাণপণে খালাস কর টাটে বা ডুবায় পাছে॥
যদি বলি অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে।
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব বাঁধা রাখিয়াছে॥
রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র বলে, আমায় নিরংশী করেছে। ১৩৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন জাননা শেষে ঘটবে কি লেঠা।
যখন উর্দ্ধ বায়ু বদ্ধ করে পথে তোমায় দিবে কাঁটা॥
আমি দিন থাকিতে উপায় বলি দিনের দুদিন যেটা।
ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে, মনে মনে হওরে আটা॥
পিঞ্জরে পুষেছ পাখী, আটক করে কেটা।
ওরে জাননা যে তার ভিতরে, দুয়ার আছে নটা॥
পেয়েছ কুমন্ত্রী সঙ্গী, ধিঙ্গি ধিঙ্গি ধিঙ্গি ছটা।
তারা যা বলিছে তাই করি, এমনি বুকের পাটা॥
প্রসাদ বলে মন জানতো মনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাড়ী, বুঝাইব সেটা॥ ১৩৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে।
বড় নিশ্চিন্ত রয়েছ তোমার পতিত তনয় ডুবলো ভবে

এ ঘাটে তরণী নাইকো কিসে পার হব মা ভবে।
মা তোর দুর্গানামে কলঙ্ক রবে মা নইলে খালাস কর তবে॥
ডাকি পুনঃ পুনঃ শুনিয়া না শুন পিতৃ ধর্ম্ম রাখলে ভবে।
অতি প্রাতঃকালে জয়দুর্গা বলে স্মরণ নিবার কায কি তবে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা মোর ক্ষতি কিছু না হবে; মা তোর
কাশী মোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম জগজ্জনে নাম নাহি লবে॥ ১৩৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মায়ের এমি বিচার বটে।
যেমন দিবানিশি দুর্গা বলে তারি কপালে বিপদ ঘটে॥
হজুরে আরজি দিয়ে মা, দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে।
কবে আদালত শুনানি হবে মা, নিস্তার পাব এ সঙ্কটে।
সওয়াল জবাব করব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ওমা ভরসা কেবল শিব বাক্য ঐক্য বেদাগমে রটে॥
প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা ইচ্ছে হয় পালাই ছুটে।
যেমন অন্তিমকালে দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে॥ ১৪০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কায কি সামান্য ধনে।
ওকে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে॥
সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেও মা আমারে অভয় চরণ, রাখি হৃদিপদ্মাসনে॥

গুরু আমায় কৃপা করে মা, যে ধন দিলে কাণে কাণে।
এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র, তাও হারালেম সাধন বিনে॥
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা, হবে তোমার নিজগুণে।
আমি অন্তিমকালে জয় দুর্গা বলে স্থান পাই যেন ঐ চরণে॥ ১৪১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তুমি দেখরে ভেবে।
ওরে আজি অব্দ শতান্তে বা অবশ্য মরিতে হবে॥
ভব ঘোরে হয়ে রে মন ভাবলিনে ভবানী ভবে।
সদা ভাব সেই ভবানী পদ যদি ভব পারে যাবে॥ ১৪২॥

রাগিণী ইমন—তাল একতালা।

কায কি আমার কাশী।
যাঁর কৃত কাশী সহরসি বিগলিতকেশী॥
যেই জগদম্বার কুণ্ডল পড়েছিল খসি।
সেই হতে মণিকর্ণি বলে তারে ঘোষি॥
অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী।
মায়ের করুণা করুণাধারা অসি ধারা অসি।
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি।
ওরে তত্ত্বমসীর উপরে সেই মহেশমহিষী॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল্ত না বাসি।
ঐ যে গলাতে বেঁধেছে আমার কালীদাসের ফাঁসি॥ ১৪৩॥

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল আড়খেমটা।

কালী নামে গণ্ডী দিয়ে আছি দাঁড়াইয়ে।
শোনরে শমন তোরে কই আমিতো আটাশে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে।
ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে খাবে ভুলকো দিয়ে॥
কটু বল্‌বি সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে।
সে যে কৃতান্ত দলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে॥
শ্রীরামপ্রসাদে কেন, কয় শ্যামা গুণ গেয়ে,
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাব, চক্ষে ধুলা দিয়ে॥১৪৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

জয় কালী জয় কালী বল।
লোকে বলে বলুক পাগল হলো॥
লোকে মন্দ বলে বল্‌বে, তার কিরে তোর বয়ে গেল।
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা, যা ভাল তাই করা ভাল॥১৪৫॥

রাগিণী খটভৈরব—তাল পোস্তা।

জানিগো জানিগো তারা তোমার যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায়না খেতে, কারু পেটে ভাত গেঁটে সোণা॥
কেহ যায় মা পাল্কি চড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে,
কেহ গায়ে দেয় শাল দোশালা, কেহ পায়না ছেঁড়া টেনা॥১৪৬॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে।
তবে আমার কি হইবে গো মা॥
অগম্য জলেতে মীনেরাশ্রয়, জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময়,
ও সে যখন যারে মনে করে তখন তারে ধরে কেশে॥
পালাবার পথ নাইকো জালে, পলাবি কি মন ঘেরেছে কালে,
রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক, শমন দমন করবে এসে॥ ১৪৭॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

শ্যামা মা উড়াচ্চে ঘুড়ি।
(ভবসংসার বাজার মাঝে)
ঐ যে মন ঘুড়ি, আশা বায়ু বাঁধা তাহে মায়া দড়ি।
কাক গণ্ডী মণ্ডী গাঁথা, পঞ্জরাদি নানা নাড়ি।
ঘুঁড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা কারিগিরি বাড়াবাড়ি।
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুঁড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে, হেসে দেও মা হাতচাপড়ি॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি॥
ভবসংসার সমুদ্র পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি॥ ১৪৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

সে কি শুধু শিবের সতী।
যারে কালের কাল করে প্রণতি॥

ষটচক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি।
সে যে সর্ব্বদলের দলপতি, সহস্রদলের স্থিতি॥
নেংটা বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি।
ওরে বল দেখি মন সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাথি॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলি জানি ডাকাতি।
ওরে সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি॥ ১৪৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এই দেখ সব মাগীর খেলা।
মাগীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা॥
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ, ঢেলা দিয়া ভাঙ্গে ঢেলা।
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি, নারাজ হয় সে কাযের বেলা॥
প্রসাদ বলে থাক বসে, ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।
যখন জোয়ার আসবে, উজিয়ে যাবে,
ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা॥ ১৫৯॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল রূপক।

শমন আসার পথ ঘুচেছে।
আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে॥
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে চারি শিব চৌকি রয়েছে।
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে।
সহস্র দলকমলে শ্রীনাথ, অভয় দিয়ে বসে আছে॥
দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা চৌকীদারী ভার লয়েছে।
সে শক্তির জোরে চেতন করে তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে॥

মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে কণ্ঠমূলে ভ্রূমাঝে।
এ চারি স্থানে চারি শিব, নবদ্বারে চৌকি আছে॥
রামপ্রসাদ বলে এই চক্রে চন্দ্রসূর্য্য উদয় আছে॥
ওরে তমোনাশ করি তারা হৃদমন্দিরে বিরাজিছে॥ ১৫১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল,
তার কেন কালরূপ হ'ল॥
কাল রূপ অনেক আছে এ বড় আশ্চর্য্য কালো।
যাকে হৃদয়মাঝে রাখিলে পরে হৃদয়পদ্ম করে আলো॥
রূপে কালী নামে কালী কাল হইতে অধিক কালো।
ওরূপ যে দেখেছে সে মজেছে অন্যরূপ লাগে না ভালো॥
প্রসাদ বলে কুতুহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল।
না দেখে নাম শুনে কাণে মন গিয়া তায় লিপ্ত হলো॥১৫২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন যদি মোর ওষুধ খাবা।
আছে শ্রীনাথ দত্ত পটল সত্ত, মধ্যে মধ্যে ঔটি চাবা॥
সৌভাগ্য করয়ে দুরে, মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা।
প্রসাদ বলে তবেই সে মন ভবরোগে মুক্ত হবা॥ ১৫৩॥

রাগিণী জংলা—তাল খয়রা।

আমি কি এমতি রব (মা তারা)।
আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ী॥
আমি ক্রিয়া হীন, ভজন বিহীন দীন হীন অসম্ভব।
আমার অসম্ভব আশা পুরাবে কি তুমি,
আমি কি ও পদ পাব (মা তারা)॥
সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই চরণে বিদিত সব।
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে,
এ কথা কাহারে কব (মা তারা)॥
প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া নাম কি আছে যে সার তা কব।
তুমি তরাইতে পার তেঁই সে তারিণী,
নামটী রেখেছেন ভব (মা তারা) ১৫৪॥

—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

যদি ডুবাভেলা ডুবায়ে বা শুয়ে মন নেয়ে।
মন হাল ছেড়না ভরসা বাঁধ পারবি বেয়ে বেয়ে।
মন চক্ষু দাঁড়ি বিবেক হাতি, মন্থায় নজে চেয়ে।
জাল ফাঁদ পেতেছে শ্যামা বাজিকরের মেয়ে॥
মন শ্রদ্ধা বায়ে ভক্তি বাদাম, দেওরে উড়ায়ে।
রামপ্রসাদ বলে কালী নামের বাএর সারি গেয়ে॥ ১৫৫॥

—

রাগিণী ললিত খাম্বাজ—তাল একতালা।

তিলেক দাঁড়াও রে শমন বদন ভরে মাকে ডাকি।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী, এসেন কি না এসেন দেখি
লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার একটা ভাবনা কিরে,
তবে তারা নামের কবচমালা বৃথা আমি গলায় রাখি॥
মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাসতালুকের প্রজা,
আমি কখন নাতান কখন সাতান,
কখনও বাকির দায়ে না ঠেকি॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, অন্যে কি জানিতে পারে।
যার ত্রিলোচন না পেলে তত্ত্ব আমি অন্ত পাব কি॥ ১৫৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন হারালি কাযের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাব বসি, কোথায় পাব টাকার তোড়া॥
টাকি কেবল ফাঁকিমাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের গড়া।
তুই কাচ মূলে কাঞ্চন বিকালি, ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া॥
কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এদেশ সেদেশ করে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল যোড়া॥
কাল করিছে হৃদয়ে বাস, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া।
ওরে সেই কালের কর বিনাশ, নাশ করবে মন্ত্র সোঁড়া॥
প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন, পাঁচপোয়ার তুমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচাপাঁচি, তোমায় করবে তোলাপাড়া॥১৫৭॥

রাগিণী পারাভৈরবী—তাল যৎ।

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়, মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে কর্ত্তা বলে সবাই বলে॥
আবার সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে।
যার জন্যে মর ভেবে, সে কি সঙ্গে যাবে চলে॥
সেই প্রেয়সী দিবে গোবর ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে শমন শমন যখন ধরবে চুলে।
তখন ডাক্‌বি কালী কালী বলে কি করিতে পারবে কালে॥১৫৮॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

কালী তারার নাম জপ মুখে রে।
যে নামে শমন ভয় যাবে দূরে রে॥
যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী হইল শ্মশানবাসী,
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে না পায় ভাবিয়া, রে॥
ডুবু ডুবু হইল তরা লোকে বলে ডুবে রে॥
তবু ভুলাইতে পার যদি ভোলানাথের মন রে॥
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
দ্বিজ রামপ্রসাদের মতি, চরণতলে রেখো রে॥ ১৫৯॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

গেলনা গেলনা দুঃখের কপাল।
গেলনা গেলনা, ছাড়িয়ে ছাড়েনা,
ছাড়িয়ে ছাড়েনা, মাসী হলো কাল॥

আমি মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ, মাসী এসে তায় দেয় নানা দুঃখ,
মাসীর মায়া জালা, করে নানা খেলা,
দেয় দ্বিগুণ জালা বাড়ায় জঞ্জাল॥
দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস, জন্মে মাতৃকুলে না করিলাম বাস,
পেয়ে দুঃখের জালা, শরীর হল কালা,
তোলা দুধে ছেলে, বাঁচে কত কাল॥ ১৬০॥

রাগিণী গৌরী—তাল একতালা।

জগতজননী তরাও গো তারা।
জগৎকে তরালে, আমাকে ডুবালে;
আমি কি জগৎ ছাড়া গো তারা॥
দিবা অবসানে রজনীকালে, দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা বলে,
মম জীর্ণ তরী, মা আছ কাণ্ডারী,
তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ত্বরা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে তারিয়ে সারা, মা হয়ে পাঠাইলে মাসীর পাড়া,
কোথা গিয়েছিলে, এ কর্ম্ম শিখিলে,
মা হয়ে সন্তান ছাড়া গো তারা॥ ১৬১॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল যৎ।

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর, খাস তালুকে বসতি করি॥
নাইকো জরিপ জমাবন্দি, তালুক হয় না লাটে বন্দিমা।
আমি ভেবে কি পাইনে সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী॥

নাইকো কিছু অন্য লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা মা।
জয় দুর্গার নামে জমা আঁটা, ঐটা করি মালগুজারি।
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ মা।
আমি ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি, ব্রহ্মময়ীর জমিদারি॥ ১৬২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তোরে তাই বলি বলি।
এবার ভাল খেল খেলায়ে গেলি॥
প্রাণ বলে প্রাণের ভাই, মন যে তুই আমার ছিলি।
ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভায়ে, শমনেরে সঁপে দিলি।
গুরুদত্ত মহাসুত্র, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি।
ওরে খাওয়ালি কেবলমাত্র, কতক গুলো গালাগালি॥
যেমি পেলি তেমি গেলাম, করে দিলি মেজাজ খালি।
এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে, আমি নই বাগানের মালি॥
প্রসাদ বলে মন ভেবেছ, দেবে আমায় জলাঞ্জলি।
ওরে জাননা কি হৃদে গেঁথে, রেখেছি দক্ষিণা কালী॥ ১৬৩॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়া পাখী।
আমারি অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি॥
কালীনাম জপিবার তরে, তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পুরে,
মন ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে, ঐরি স্থখে হইলে সুখী॥

শিবদুর্গা কালীনাম, জপ কর অবিশ্রাম মন,
ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ, একবার শ্যামা বল্‌রে দেখি ॥১৬৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি নই পালাতক আসামি।
ওমা, কি ভয় আমায় দেখাও তুমি।
বাজে জমা পাওনি যে মা, ছাটে জমি আছে কমি ॥
আমি মহামন্ত্র মোহর করা কবচ রাখি শাল তামামি ॥
আমি মায়ের খাসে আছি বসে আসল কসে সারে জমি।
প্রসাদ বলে খাজনা বাকি, নাইকো রাখি কড়া কমি।
যদি ডুবাও দুঃখ সিন্ধুমাঝে, ডুবেও পদে হব হামি ॥ ১৬৫ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

দুঃখের কথা শোন মা তারা।
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা ॥
যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তাদের এম্নি কাদের ধারা।
ওমা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা, সুখের ভাগী কেবল তারা ॥
অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে, মানব ঘরে ঘেরা ঘোরা।
এই সংসারেতে সং সাজিয়ে, সার হলো গো দুঃখের ভরা ॥
রামপ্রসাদের কথা লও মা, এ ঘরে বসতি করা
ঘরের কর্ত্তা যেজন, স্থির নহে মন, ছজনেতে করে সারা ॥ ১৬৬ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
কালীর অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি॥
ভবের কাছে পেয়ে ভাব ভাবিকে ভাল ভুলায়েছি।
তাই রাগ দ্বেষ লোভ ত্যজে সত্বগুণে মন দিয়েছি॥
তারা নাম সারাৎসারা, আত্মশিখায় বাঁধিয়াছি।
সদা দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গানামের কাচ পরেছি॥
প্রসাদ ভাবে যেতে হবে, একথা নিশ্চিত জেনেছি।
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল, যাত্রা করে বসে আছি॥ ১৬৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ভাল ব্যাপার মন কর্ত্তে এলে।
ভাসিয়ে মানবতরী কারণ জলে॥
বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে,
ওরে কেউ করিল দুনো ব্যাপার, কেউ বা হারালো মূলে॥
ক্ষিত্যপতেজমরুৎব্যোম বোঝাই আছে নায়ের খোলে।
ওরে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে, গোড়োয় পা দে ডুবিয়ে দিলে॥
পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা, পাঁচে ভেঙ্কে পাঁচে মিলে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে, কি হবে তাই প্রসাদ বলে॥ ১৬৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি কবে কাশীবাসী হব।
সেই আনন্দকাননে গিয়ে নিরানন্দ নিবারিব॥

গঙ্গাজল বিল্বদলে, বিশ্বেশ্বর নাথে পূজিব।
ঐ বারাণসী জলে স্থলে, মলে পরে মোক্ষ পাব॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ লব।
আর বম বম্ বম্ ভোলা বলে নৃত্য করে গাল বাজাব॥ ৬৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা ওয়াশীল দাখিল আছে॥
রিপুর বশে চল্লেম আগে, ভাবলেম না কি হবে পাছে।
ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, যা করেছি তাই লিখেছে॥
জন্ম জন্মান্তরে যত বকেয়া বাকীর জের টেনেছে।
যার যেমি কর্ম্ম তেমি ফল, কর্ম্মফলের ফল ফলেছে॥
জমায় কমি খরচ বেশী তরবো কিসে রাজার কাছে।
ঐ যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে কেবল কালীনাম ভরসা আছে॥ ৭০

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তুমি কি রঙ্গে আছ।
ও মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ।
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরাঘোরা দুঃখে রোদন সুখে নাচ॥
সুখের বেলা হাথের কড়ি সোণার দরে তা কিনেছ।
ও মন দুঃখের বেলা রতন মাণিক মাটীর দরে তাই বেচেছ॥
সুখের ঘরে রূপের বাসা সেইরূপে মন মজায়েছ।
যখন সেরূপে বিরূপ হইবে সে রূপের কি রূপ ভেবেছ॥ ৭১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা।
এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না।
তোমার কোলেতে কামনা কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফের না।
আশার চাদর দিয়াছ গায়, মুখ ঢেকে তাই মুখ খোল না।
আছে শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রজক ঘরে তায় কাচনা॥
খেয়েছ বিষম মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না।
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে, ভ্রমেও কালীর নাম বল না॥
অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই, ঘুমায়ে আশা পূরে না।
তোর ঘুমে মহাঘুম আসিবে ডাকলে আর চেতন পাবে না॥ ৭২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ভূতের বেগার খাটবো কত।
তারা বল্ আমায় খাটাবি কত॥
আমি ভাবি এক, হয় আর, সুখ নাই মা কদাচিত।
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়, এ দেহের পঞ্চভূত।
ওমা ষড়রিপু সাহায্য তায়, হলো ভূতের অনুগত॥
আসিয়া ভবসংসারে, দুঃখ পেলেম যথোচিত।
ওমা, যারি সুখেতে হব সুখী, সে মন নয় গো মনের মত।
চিনি বলে নিম খাওয়ালে, ঘুচলোনা সে মুখের তিত।
সেন ভিষক প্রসাদ, মনে বিষাদ, হও কালীর শরণাগত॥ ১৭৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ও মন তোর নামে কি নালিশ দিব।
ও তুই শকার বকার বলতে পারিস্, বলতে নারিস দুর্গা শিব॥
খেয়েছ জিলিপি খাজা লুচি মণ্ডা সরভাজা,
ওরে শেষে পাবি সে সব মজা, যখন রে পঞ্চত্ব পাব॥
পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা, কেমন করে বশ করিব।
মন রে চুরি দাবি করলে পরে উচিত মত সাজাই পাব॥ ১৭৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কালী কালী বল রসনা রে।
ও মন ষট্‌চক্র রথ মধ্যে, শ্যামা মা মোর বিরাজ করে॥
তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে॥
পাঁচ ক্ষমতায় সারথি তায়, রথ চালায় দেশদেশান্তরে॥
ঘুড়ি ঘোড়া দৌড়ে কত, দিনেতে দশক্রোশী যারে।
সে যে সময় শির নাড়িতে নারে কলে বিকল হলে পরে॥
তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ মন উচাটন করো না রে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে॥
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে ফেলে রাখবে প্রসাদেরে।
ও মন এইত সময় মিছে কাল যায় যত ডাকতে পার ছ অক্ষরে॥ ১৭৫

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা আমার খেলান হলো।
খেলা হলো গো আনন্দময়ী।

ভবে এলেম কর্ত্তে খেলা, করিলাম ধূলা খেলা,
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা, কাল ষ নিকটে এলো॥
বাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো।
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায় অজপা ফুরায়ে গেল॥
প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে অশক্ত কি করি বল।
ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে মুক্তি জলে টেনে ফেল॥ ১৭৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমার উমা সামান্য মেয়ে নয়।
গিরি তোমারি কুমারী তা নয় তা নয়॥
স্বপ্নে যা দেখিয়াছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয়।
ওহে কার চতুর্ম্মুখ, কার পঞ্চমুখ, উমা তাঁদের মস্তকে রয়॥
রাজরাজেশ্বরী হয়ে, হাস্য বদনে কথা কয়।
ওকে গরুড় বাহন কালো বরন, যোড় হাতেতে করে বিনয়॥
প্রসাদ ভণে মুনিগণে, যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরি ধন্যে হেন কন্যে পেয়েছ কি পুণ্য উদয়॥ ১৭৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
এ কথা ভাঙ্‌বো কি হাঁড়ি চাতরে॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে কুমারী রে।
যেমন অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে জানকী তার সন্নিভ্যারে॥
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।
রামপ্রসাদ বলে বল্‌বো কি আর বুঝে লওরে ঠারেঠোরে॥ ১৭৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

শমন হে আছি দাঁড়ায়ে।
আমি কালীনামে গণ্ডী দিয়ে॥
কালপদে কালীপদ সে পদ হৃদে ভাবিয়ে।
মা তোর অভয় চরণ যে করে স্মরণ, কি করে তার মরণ ভয়ে॥১৭৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

সামাল ভবে ডুবে তরী।
তরী ডুবে যায় জনমের মত॥
জীর্ণ তরী তুফান ভারি, বাহিতে নারি ভয়ে মরি।
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু, এবার এরাই কচ্চে দাগাদারি॥
এসেছিলে বসে খেলে মন, মহাজনের মূল খোয়ালি।
যখন হিসাব করে দিতে হবে মন, তখন তহবিল হবে হারি॥
দীন রামপ্রসাদ বলে মন তীরে বুঝি ডুবায় তরী।
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর, আপন ঘরে সারের চুরি॥১৮০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ওমা তোর মায়া কে বুঝতে পারে।
তুমি ক্ষেপা মেয়ে মায়া দিয়ে, রেখেছ সব পাগল করে॥
মায়া ভরে এ সংসারে, কেহ কারে চিন্তে নারে,
ঐ যে এমি কালীর রূপ আছে যে যেমি দেখে তেমি করে॥
পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা, কে তার ঠিক্‌ঠিকানা করে,
রামপ্রসাদ বলে যায় গো জ্বালা, যদি অনুগ্রহ করে॥১৮১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মায়ের চরণতলে স্থান লব।
আমি অসময়ে কোথা যাব॥
ঘরে জায়গা না হয় যদি বাহিরে রব ক্ষতি কি গো।
মায়ের নাম ভরসা করে উপবাসী হয়ে পড়ে রব॥
প্রসাদ বলে উমা আমায় বিদায় দিলেও নাইকো যাব।
আমার দুই বাহু পসারিয়ে চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব॥ ১৮২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মরি গো এই মন দুঃখে।
ওমা মা বিনে দুঃখ বল্‌বো কাকে॥
একি অসম্ভব কথা শুনে বা কি বল্‌বে লোকে।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী তার ছেলে মরে পেটের ভুকে॥
সে কি তোমার সাধের ছেলে মা রাখ্‌লে যারে পরম সুখে।
ওমা আমি কত অপরাধী, নুণ মেলেনা আমার শাকে॥
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে আছাড় মারিলে আবার বুকে।
ওমা মায়ের মত কায করেছ বুঝিবে জগতের লোকে॥ ১৮৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কেরে বামা কার কামিনী।
বসে কেমনে ঐ একাকিনী॥
বামা হাসিছে বদনে নয়ন কোণে নির্গত হয় সৌদামিনী।
এ জনমে এমন কন্তে, না দেখি না কর্ণে শুনি।
গজ খাচ্ছে ধরে কিবে উগরে, ষোড়শী নবযৌবনী॥ ১৮৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মনরে তোর চরণ ধরি।
কালী বলে ডাকরে ওরে ও মন তিনি ভব পারের তরী॥
কালীনামটী বড় মিঠা বলরে দিবা শর্ব্বরী।
ওরে যদি কালী করেন কৃপা তবে কি শমনে ডরি॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে কালী বলে যাব তরি।
তিনি তনয় বলে দয়া করে তরাবেন এ ভববারি॥ ১৮৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ভবে আর জন্ম হবে না।
হবেনা জননীর জঠরে॥
ভবানী ভৈরবী শ্যামা, বেদশাস্ত্রে নাইকো সীমা,
তাহার মহিমা আপনি মাত্র জেনেছেন শিব শঙ্করে॥
আমার মায়ের নাম গান করে কত পাপী গেল তরে।
ওমা কৈলাস গিরি দিব্য পুরী দেখাও এবার মা আমারে॥ ১৮৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

থাকি একখানা ভাঙ্গা ঘরে।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে॥
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীর নামের জোরে।
ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে, যেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে॥ ১৮৭

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

পুরলোনাকো মনের আশা।
আমার মনের দুঃখ রৈল মনে॥
দুঃখে দুঃখে কাল কাটালেম সুখের আর কি ভরসা।
আমি বল্‌বো কি করুণাময়ী সঙ্গে ছয়টা কর্ম্ম নাশা॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা ভেবে ভেবে পাইনা দিশা।
অভয় পদে শরণ নিয়ে ঘটলো আমার উল্টা দশা॥১৪৮॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ কাননে।
বট মনোময়ী সান্ত্বনা কেন করনা এই মনে॥
শিব কৃত বারাণসী, সেই শিবপদ বাসী,
তবু মন ধায় কাশী, রব কেমনে।
অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী পরে কর,
নখজালে গঙ্গা মণিকর্ণিকার সনে॥
দ্বিপদে অলক্ত আভা, অসি বরুণার শোভা,
হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে।
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শান্ত করা উপযুক্ত,
কিম্বা কাজ অভিযুক্ত, পুরী গমনে॥১৪৯॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

জননি পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে, কৃপাবলোকনে তারিণি।
তপন তনয় ভয়চয় বারিণী।

প্রণব রূপিণী সারা, কৃপানাথ দারা তারা, ভব পারাবার তরণী।
সগুণা নির্গুণা স্থূলা, সূক্ষ্মা, মূলা, হীন মূলা,
মূলাধার অমল বাসিনী॥
আগম নিগমাতীতাখিল মাতাখিল পিতা, পুরুষ প্রকৃতি রূপিণী।
হংস রূপে সর্ব্ব ভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, ত্রিধা কারিণী॥
সুধাময় দুর্গা নাম, কেবল কৈবল্যধাম,
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী।
তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল কূপে মজে, ভণে রামপ্রসাদ তায়
বিষফল আনি॥ ১৯০॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল খৎ।

মন, ইহার ভাব কি, নয়নে ঝরে জল। (গ্রহণে কালীর নাম)
তুমি বহুদর্শী মহা প্রাজ্ঞ, স্থির করে বল॥
একটা করি অভিপ্রায়, ডুবা কাষ্ঠ বটে কায়,
কালীনামামৃত রসনায় জলে, সেই জল চল চল॥
জ্ঞান ভাবি চক্ষু মুদি, নিদ্রা আবির্ভাব যদি,
শিব শিরে গঙ্গা ভাবি, প্রভাবে নির্ম্মল॥
আজ্ঞা করেছেন গুরু, বেণী তীর্থ বটে ভুরু,
গঙ্গা যমুনার ধারায় নিতান্ত এই ফল॥
প্রসাদ বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই,
বেণী তটে আপন নিকটে দিও স্থল॥ ১৯১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কালী গো কেন লেংটা ফের।
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার॥
বসন ভূষণ নাই তোমার মা, রাজার মেয়ে গৌরব কর;
মাগো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম, পতির উপর চরণ ধর॥
আপনি লেংটা, পতি লেংটা, শ্মশানে শ্মশানে চর।
মাগো আমরা সবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর॥ ১২২॥

রাগিণী মুলতান ধানেশ্রী—তাল একতালা।

করুণাময়ি কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুধেতে বাতাসা, (গো তারা) আমার এমি দশা,
শাকে অন্ন মেলে কৈ॥
কারে দিলে ধন জন মা হস্তী অশ্ব রথচয়।
ওগো, তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি তোর কেহ নই॥
কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেমি হই।
মাগো, আমি কি তোর পাকা খেতে দিয়াছিলাম মই।
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, আমার কপাল বুঝি অমি অই।
ওমা, আমার দশা দেখে বুঝি, শ্যামা হলে পাষাণময়ী॥ ১২৩॥

রাগিণী সিন্ধু কাফি—তাল একতালা।

আপন মন মগ্ন হলে মা, পরের কথায় কি হয় তারে।
পরের কথায় গাছে চড়ে, আপন দোষে পড়ে মরে;
পরের জামিন হলে পরে, সে না দিলে আপনি ভরে॥

যখন দিনে নিরাই করে, শিকারি সব রয়না ঘরে,
মাঠা বর্ষা লয়ে করে, নাও না পেলে চলে ডরে।
চাষা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে পচে মরে,
যদি সে নিবাইতে পারে, অন্তরে কাকন্ ধরে॥১২৪॥

রাগিণী ঝংলা—তাল খয়রা।

কালী হলি মা রাসবিহারী।
নটবরবেশে বৃন্দাবনে॥
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারী।
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী॥
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি, এলো চুল চূড়া বংশীধারী।
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি॥
এবে নিজ কাল, তনুরেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি।
ছিল্ ঘন ঘন হাস ত্রিভুবন ত্রাস,
এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্ব্বে শোণিতসাগরে নেচেছিলে শ্যামা,
এবে প্রিয় যমুনা বারি॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি।
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু, একই সকল বুঝিতে নারি॥১২৫॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালী।

কামিনী যামিনী বরণে রণে এলো কে।
উলঙ্গ এলোকেশী, বাম করে ধরে অসি,
উল্লাসিতা দানব নিধনে।

পদভরে বসুমতী, সভীতা কম্পিতা অতি,
তাই দেখে পশুপতি, পতিত চরণে রণে।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, তবে আর কিবা ভয়,
অনায়াসে যম জয়, জীবনে মরণে রণে ॥ ১৯৬॥

রাগিণী খটভৈরবী—তাল পোস্তা।

তোমার সাথী কেরে, ও মন।
তুমি কার আশায় বসেছ রে মন ॥
গুরুর তরী ভবের চড়ায়, ঠেকে রয়েছে রে।
যার যার গুরু নামে বাদাম দিয়ে বেয়ে চলে যারে ॥
প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে সোজা হয়ে চল রে।
নৈলে আগাছের কুটীরের গোৎ, যোগে লেগেছে রে॥ ১৯৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ডাক্‌রে মন কালী বলে।
আমি এই স্তুতি মিনতি করি, ভুলনা মন সময় কালে॥
এসব ঐশ্বর্য্য ত্যজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ,
ওরে ও পদ পঙ্কজে মজ, চতুর্ব্বর্গ পাবে হেলে।
বসতি কর যে ঘরেতে, পাহারা দিচ্ছে যমদূতে,
ওরে পারিবেনা ছাড়ায়ে যেতে, কাল ফাঁসি লাগবে গলে।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালের বশে কায় হারালে,
পরে এখন যদি না ভজিলে, আমৃলী পাবে প্রাণ ফুরালে ॥১৯৮॥

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়া।

চলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে গলিত চিকুর আসব আবেশে।
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানব দলে,
ধরি করতলে গজ গরাসে॥
কেরে কালীর শরীরে, রুধির শোভিছে,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।
কেরে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে॥
কেরে নীলকান্তমণি নিতান্ত, নখর নিকর তিমির নাশে।
কেরে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়,
ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে॥
দিতিসুতচয়, সবার হৃদয়, থর থর থর কাঁপে হুতাশে॥
মাগো কোপ কর দূর, চল নিজ পুর,
নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে॥ ১৯৯॥

রাগিণী কালেংড়া—তাল ঠুংরি।

হের কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করা বেশে।
কেরে নব নীল জলধর কায় হায় হায়,
কেরে হরহৃদি হৃদ পদে দিখাসে॥
কেরে নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি, তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী,
কেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে, বাঁধি প্রেমডোরে,
রাখি হৃদি সরোবরে, হিল্লোলে ভাসে॥

কেরে নিন্দিত রাম কদলীতরু, হেরি উরু নয়নয় রুধির ক্ষরে,
যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে, অতি ঘোর বলে,
ভুজঙ্গম দলে নাভি পদ্মমূলে, ত্রিবলীর ছলে, দংশিল এসে।
কেরে উন্নত কুচকলি, মুখ শতদলে অলি,
গুন্ গুন্ করিয়া বেড়ায়, যেন বিকসিত সিতাম্বুজ বনমোহায়,
কিবা ওষ্ঠ শোভা, অতি লোল জিহ্বা, হর মনোলোভা,
যেন আসব আবেশে, শিশু সুধা ভাসে।
কেরে কুন্তলজাল আবৃতমণ্ডল, লম্বিত চুম্বি ধরায়,
তাহে ভুরু ধনুর্ব্বাণ সন্ধান করা অর্দ্ধচন্দ্র ভালে, শিঙ্গি মুহু বোলে,
কি চকোর খেলে, কিবা অরুণ কিরণে গজমতি হাসে।
কত হুঙ্কবা হুঙ্কবী, নাচিছে ভৈরবী,
হিহি হিহি করিছে যোগিনী, কত কটরা ভরিয়া সুধা যোগায়,
অমনি, রামপ্রসাদ ভণে, ক্ষায় নাই রণে, এ বামার সনে,
যার পদতলে শবছলে আশুতোষে ॥ ২০০ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল জলদ তেতালা।

ধারে ঐ আইল কেরে ঘনবরণী।
কেরে নবীনা নগনা লাজ বিরহিতা, ভুবনমোহিতা,
একি অনুচিতা, কুলের কামিনী ॥
কুঞ্জরবর গতি আলসে আবেশ, লোলিত রসনা গলিত কেশ,
সুর নরে শঙ্কা করে হেরি বেশ, হুঙ্কার রবে রে দনুজদলনী ॥
কেরে নবনীল কমল কলিকাদ্বয় বলিয়া দংশন করিছে অলি,
নখচন্দ্রে চকোরগণ, অধর অর্পণ, করত পূর্ণ শশধর বলি।

ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ, এ কহে নীলকমল ও কহে চাঁদ,
দোঁহে দোঁহ কমঠকিঁ নাদ, চিচিকি গুণ গুণ করয়ে ধ্বনি ॥
কেরে জঘন সুচারু, কদলী তরু, নিন্দিত রুধির অধীর বহিছে,
তদূর্দ্ধে কটীবেড়া, নরকর ছড়া, কিঙ্কিনী সহ শোভা করিছে।
করতল স্থল নবদল অতিশয়, বামে অসিমুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়,
খণ্ড খণ্ড করে বধ গজ হয়, জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী॥
কেরে উর্দ্ধতর ভূধর, হেরি হেরি পয়োধর, করিকুম্ভ ভয়ে শিহরে,
অপরূপ কি এ আর, চণ্ডমুণ্ডহার, সুন্দরী সুন্দর পরে।
প্রফুল্ল বদনে বদন ঝলকে, মৃদুহাস্য প্রকাশ্য দামিনী ঝলকে,
রবি অনল শশী ত্রিনয়ন পলকে, দন্দ্বে কম্পে সঘনে ধরণী ॥২০১।

রাগিণী ছায়নাট — তাল খয়রা।

সমরে কেরে কাল কামিনী।
কাদম্বিনী বিড়ম্বিনী অপরা কুসুমাপরাজিতা বরণী, কে রণে রমণী।
সুধাংশু সুধা শ্রমজ বিন্দু, শ্রীমুখ না একি শরদ ইন্দু,
কমল বন্ধু বহ্নি সিন্ধু তনয় এ তিন নয়নী ॥
আমরি আমরি মন্দ মন্দ হাস, লোক প্রকাশ, আশুতোষ বাসিনী।
ফণী ফণাভরণ জিনি, গণি দন্ত কুন্দ শ্রেণী ॥
কেশাগ্র ধরণীপরে বিরাজ, অপরূপ শবশ্রবণে সাজ,
আমরি আমরি চণ্ডমুণ্ড মাল, করে কপাল একি বিশাল,
ভাল ভাল কালদণ্ড ধারিণী।
ক্ষীণ কটিপর, নৃকর নিকর, আবৃত কত কিঙ্কিণী ॥-

সর্ব্বাঙ্গ শোভিত শোণিত বৃন্তে, কিংশুক ইব ঋতু-বসন্তে,
চরণোপান্তে, মন্দ চরন্তে, যায় কৃতান্ত দলনী।
আমরি আমরি সঙ্গিনী সকল, ভাবে ঢল ঢল।
হাসে খল খল, টল টল ধরণী॥
ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকিতেছে শিবা, শিব উদ্দে শিবা আপনি॥
প্রলয় কারিণী কহে প্রসাদ, পরিহর ভূপ বৃথা বিবাদ,
কহিছে প্রসাদ, দেহ মা প্রসাদ, প্রসাদ বিষাদ নাশিনী॥২০২॥

আগমনী।

রাগিণী মালশী।

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার,
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখশশী দেখ আসি দূরে যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি সুধারাশি ক্ষরে॥
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো চুলে ধায় রাণী, বসন না সম্বরে।
গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধোরে॥
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে
বলে জনক তোমার গিরি পতি জনম ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী দিলাম দিগম্বরে॥
যত সহচরীগন, হয়ে আনন্দিত মন, হেসে হেসে এসে ধরে করে॥

কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে,
কথা কহ মুখ তুলে প্রাণ মরে মরে॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দসাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লাসিত সর্ব্বজনে,
দিবানিশি নাহি জানে, আনন্দে পাসরে॥২০৩॥

রাগিণী মালশ্রী।

ওগো রাণি, নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া, এসো না সঙ্গে আমার গো॥
জয়া, কথা কহিলি, আমারে কিনিলি, কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমার, অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো॥
রাণী ভাসে প্রেম জলে, দ্রুতগতি চলে, খসিল কুন্তল ভার।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে, গৌরী কত দূরে আর গো।
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদন আমার।
বলে মা এলে, মা এলে, মা কি মা ভুলেছিলে,
মা বলে একি কথা মার গো॥
রথ হতে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বার বার।
দাস শ্রীকবিরঞ্জনে, সকরুণে ভণে,
এমন শুভ দিন আর কার গো॥২০৪॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল খং।

গিরি এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলুবে লোকে মন্দ কারো কথা শুন্‌বো না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে কর্‌বো ঝগড়া, জামাই বলে মান্‌বো না॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়।
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না॥২০৫॥

বিজয়া।

রাগিণী ললিত।

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ মাতা ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহ পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদার।
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার॥২০৬॥

ষট্‌চক্র ভেদ।

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী তারা তুমি আছ গো অন্তরে।
মা আছ গো অন্তরে।
এক স্থান মূলাধার, আর স্থান সহস্রার,
আর স্থান চিন্তামণি পুরে।
শিব শক্তি সব্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে॥
ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা,
এই ধ্যান করে ধন্য নরে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্য বরে॥
বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, ষ, ল, ড, ফ, ক, ঠ,
ষোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে॥
হ, ক্ষ, আশ্রয় ভুরু, নিতান্ত কহিলা গুরু,
চিন্তা এই শরীর ভিতরে॥
ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি,
ক্রমে বাস পদ্মের উপরে।
গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার,
আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে॥
অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ,
গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত স্বরে।

ধরা জল বহ্নি বাত, লয় হয় অচিরাৎ,
বং রং লং যং হং হোং স্বরে॥
ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি,
চরণযুগলে সুধা ক্ষরে।
তুমি নাদ তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু,
এক আত্মা ভেদ কেবা করে॥
উপাসনা ভেদাভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ,
মহাকালী কাল পদ ভরে।
নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই,
থাকে জীব শিব কর তারে॥
মুক্তি কন্যা তারে ভজে, সে কি আর বিষয়ে মজে,
পুনরপি আসিয়া সংসারে।
আজ্ঞাচক্র করি ভেদ, ঘুচাও মনের খেদ,
হংসীরূপে মিল হংসবরে॥
চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ দ্বিদল আর,
দর্শ শতদল শিরোপরে।
শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনি প্রসাদের কথা,
যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে॥ ২০৭॥

ষট্‌চক্র বর্ণন।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমার মনে বাসনা জননী।
ভাবি ব্রহ্মচক্রে, সহস্রারে, হ, ল, ক্ষ ত্রক্ষরূপিণী॥

মূলে পৃথ্বী ব, স, অন্তে চারি পত্রে মাত্র ডাকিনী
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে শিরে বেড়ে কুণ্ডলিনী।
স্বাধিষ্ঠানে ব, ল, অন্তে ষড়দলোপরি বাসিনী
ত্রিবেণী বরুণ বিষ্ণু, শিব ভৈরবী ডাকিনী
ত্রিকোণ মণিপুরে বহ্নি বীজ ধারিণী।
ড, ফ, অন্তে দিগ্‌দলে, শিব ভৈরবী লাকিনী
অনাহতে ষট্‌কোণ, দ্বিষড়দলবাসিনী।
ক, ঠ, অন্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী॥
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ ষোড়শ দল পদ্মিনী।
নাগোপরি বিষ্ণু আসন শিব শঙ্করী সাকিনী॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন, শিবলিঙ্গ চক্র যোনি।
চন্দ্র বীজে সুধা ক্ষরে হ, ক্ষ, বর্ণে হাকিনী॥২০৮॥

শব সাধন।

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো।
জগদম্বার কোটাল।
জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি,
বম বম্ বাজাইয়া গাল॥
ফক্কে ভয় দর্শাবারে, চতুষ্পথ শূন্যাগারে,
সঙ্গে ভূত ভৈরব বেতাল।
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদ লম্বিত জটাজাল॥

শমন সমান দর্প, প্রথমেতে চলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল।
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল॥
যেজন সাধক বটে, তারে কি আপদ ঘটে,
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল।
মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, করালবদনী জোর,
তুই জয়ী ইহ পরকাল॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দসাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ করে ঢাল॥২০৯॥

নানাবিষয়ক॥

ওহে নূতন নেয়ে।
ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে॥
অকূল রইল দূর, ঘন হানিছে চিকুর,
কেমন কেমন করে হে প্রাণ, পাছে যমুনায় ভাসে খেয়া,
শুন ওহে গুণনিধি, শঠ হোক ছানা দধি,
কিন্তু মনে করি এই খেদ।
কাণ্ডারী বাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী,
মিছা তবে হইবে হে বেদ॥

যমুনা গভীরা ভাঙ্গা তরী, অবলা বালা কৃশোদরী,
প্রাণ রক্ষার তুমি মাত্র মূল ।
অবসান হলো বেলা, একি পাতিয়াছ খেলা,
ত্বরিত পারে চল প্রাণ নিতান্ত আকুল ॥
কহিছে প্রসাদ দাস, ব্রজরাজ কিবা হাস,
কুলবধূর মনে বড় ভয় ॥
এক অঙ্গ আধা আধা, তোমারি অধীনা রাধা,
তাহে এত বাদ সাধা উচিত কি হয় ॥২১০॥

ও নৌকা বাও হে ত্বরা করি, নূতন কাণ্ডারী,
রঙ্গে ব্রজবধূর সঙ্গে ।
আতপ সাধন হেতু, তরণী ত্বরা তরণী,
চালন কর মনের রঙ্গে ।
আপন কর হে পণ, চাও হে যৌবন ধন,
হাস ভাস প্রেম তরঙ্গে ॥
আগে চরাইতে ধেনু, বাজাতে মোহন বেণু,
বেড়াইতে রাখালের সঙ্গে ।
এখন হয়েছ নেয়ে, কোন বা বিষয় পেয়ে,
ধেয়ে হাত দিতে এল অঙ্গে ॥
ভণে দাস রামপ্রসাদ, হায় একি পরমাদ,
কাব কিহে কথার প্রসঙ্গে ।
সময় উচিত কও, কোনরূপে পার হও,
দোষ আছে পাছে মন ভাঙ্গে ॥ ২১১ ॥

শিব সঙ্গীত।

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া।
শিঙ্গা করিছে ভভ ভম্ ভম্,
ভোঁ ভোঁ ভোঁ ববম্ ববম্ বব বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া॥
মগনা হইয়া প্রমথ নাথ, ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটী কোটী কোটী দানব সাথ, শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া॥
কটীতটে কিবা বাঘের ছাল, গলায় দুলিছে হাড়ের মাল,
নাগযজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া॥
শশধর কলা ভালে শোভে, নয়ন চকোর অমিয় লোভে,
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া।
আধ চাঁদ কিবা করে চিকিমিকি, নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
প্রজ্জ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি, দেখে রিপু যায় ভাগিয়া॥
বিভূতি ভূষণ মোহন বেশ, তরুণ অরুণ অধর দেশ,
শব আভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব যোগিয়া।
বৃষভ চলিছে থিমিকি থিমিকি, বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত তাল ত্রিমিকি ত্রিমিকি, হরিগুণে হয় নাচিয়া॥
বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢল, শিরে সুরধুনী করে টল টল,
লহরি উঠিছে কল কল কল, জটাজূট মাঝে থাকিয়া।
প্রসাদ কহিছে এ ভব ঘোর, শিয়রে শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম ডোর, নিজগুণে লহ তারিয়া॥ ২১২॥

মৃত্যুর প্রাক্কালীন সঙ্গীত চতুষ্টয়।

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে, এ তনু তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা মনকে কর নেয়ে॥
দক্ষিণ বাতাস মূল পৃষ্ঠদেশে অনুকূল,
অনায়াসে পাবে কূল, কাল রবে চেয়ে।
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অণিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী, পলাইবে ধেয়ে॥ ২১৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

বল্ দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে॥
ওরে শূন্যেতে পাপপুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খেয়ালে।
এক ঘরেতে বাস করিছে পঞ্চজনে মিলে জুলে।
সে যে সময় হলে আপনা আপনি যে যার স্থানে যাবে চলে।
প্রসাদ বলে যা ছিলি তাই তাই হবিরে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয় লয় হয়ে সে মিশায় জলে॥ ২১৪॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

নিতান্ত যাবে দীন এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারানামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে,
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নেয়ে লবে গো॥
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়,
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো।
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো॥ ২১৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

তারা তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা এখন যেমন রাখলে সুখে তেম্নি সুখ কি পাছে॥
শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি মা তোমায় সাধি,
(মাগো ওমা) ফাঁকির উপরে দিয়ে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে॥
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই,
(মাগো ওমা) দিয়ে আশা, কাট্‌লে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে॥
প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণা জোর বড়,
(মাগো ওমা) আমার দফা হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে॥২১৬॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল তিওট।

হর হৃদি বিহরে।
শুভ্র রুচি রুচির সজল ঘন নিন্দিত, চরণে উদিত বিধু নখরে॥
নীলকমল দল, শ্রীমুখমণ্ডল, শ্রমজল শোভে শরীরে।

মরকত মুকুরে মুকুতা মুক্তাফল রচিত কিবা শোভা মরি মরি রে।
গলিত চিকুর ঘটা, নব জলধর ছটা, ঝাঁপল দশদিশি তিমিরে॥
শঙ্কর পদভর, কমঠ ভুজগবর, কাতর মূর্চ্ছিত মহীরে॥
ঘোর বিষয়ে মজি কালীপদ না ভজি, সুধা ত্যজি বিষপান করি রে॥
ভণে শ্রীকবিরঞ্জন, দৈব বিড়ম্বন, বিফলে মানব দেহ ধরি রে॥২১৭॥

রাগিণী বিভাষ—তাল ঝাঁপতাল।

তাই বলি মন জেগে থাক, পাছে আছে রে কাল চোর।
কালীর নামে অসি ধর, তারানামের ঢাল।
ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে করতে পারে জোর॥
কালীনামে নহবৎ বাজে মহা সোর।
ওরে শ্রীদুর্গা বলিয়া রে রজনী কর ভোর॥
কালী যদি না তরাবে কলি মহা ঘোর।
কত মহাপাপী তরে গেল রামপ্রসাদ কি চোর॥২১৮॥

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

কার বা চাকরী কর (রে মন)।
ওরে তুই বা কে, তোর মনিব কেরে, হলি কার নফর॥
সোয়াছিধে দিতে হবে নিকাশ তৈয়ার কর।
ও তোর আমদানিতে শূন্য দেখি কর্জ্জ জমা ধর (ওরে মন)
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে তারার নামটী সার।
ওরে মিছে কেন মায়াসূত্রের বেগার খেটে মর (ওরে মন)॥২১৯॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

তুই যারে কি করবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মনবেড়ী তাঁর পায়ে দিয়ে হৃদ্‌ গারদে বসায়েছি॥
হৃদ্‌পদ্ম প্রকাশিলে সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে আমি আমার মন সঁপেছি॥
এম্নি করেছি কায়দা, পলাইলে নাইকো ফায়দা,
হামেশ রুজু ভক্তি প্যায়দা, দুনয়ন দ্বারবান দিয়েছি।
মহাজ্বর হবে জেনে আগে আমি ঠিক করেছি।
তাই সর্ব্ব-জ্বর-লৌহ গুরুতত্ত্ব পান করেছি॥
শ্রীরাম প্রসাদ বলে তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি।
মুখে কালী কালী কালী বলে যাত্রা করে বসে আছি॥ ২২০॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

জানিলাম বিষম বড় শ্যামা মায়েরি দরবার রে।
সদা ফুকারে ফরিদী দাদী না হয় সঞ্চার রে॥
আরজবেগী যার শিবে, সে দরবারে ভাষ্য কিবে,
(মাগো ওমা) দেওয়ান যে দেওয়ানা নিজে আস্থা কি কথার রে॥
লাখ উকীল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া,
(মাগো ওমা) তোমায় তারা ডাকে আমি ডাকি কাণ নাই বুঝি মায়ের,
গালাগালি দিয়ে বলি, কাণ খেয়ে হোয়েছ কালী,
রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী, করিলে আমারে রে॥ ২২১॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

মন কেন রে পেয়েছ এত ভয়।
ও তুমি কেনরে পেয়েছ এত ভয়॥
তুফান দেখে ডরিওনারে ও তুফান নয়।
দুর্গানাম তরণী করে বেয়ে গেলে হয়॥
পথে যদি চৌকীদারে তোরে কিছু কয়।
তখন ডেকে বলো আমি শ্যামা মায়ের তনয়॥
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন, তুই কারে করিস্ ভয়।
আমার এ তনু দক্ষিণার পদে করেছি বিক্রয়॥ ২২২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন জাননা শেষে ঘটবে লেঠা।
যখন উর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ করে পথে তোমার দিবে কাঁটা॥
আমি দিন থাকিতে উপায় বলি, দিনের দুর্দিন যেটা।
ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে মনে মনে হওরে আঁটা॥
পিঞ্জরে পুষেছ পাখী আটক করবে কেটা।
ওরে জাননা যে তার ভিতরে ছয়ার আছে নটা॥
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী ধিঙ্গী ধিঙ্গী ছটা।
তারা যা বলিছে তাই করিছ, এমনি বুকের পাটা॥
প্রসাদ বলে মন জানিতো মনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাঁড়ি বুঝাইব সেটা॥ ২২৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এ সব ক্ষেপা মেয়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা॥
সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্ত্তা ক্ষেপা, ক্ষেপা দুটো চেলা,
কি রূপ কি গুণ ভঙ্গি কি ভাব কিছুই না যায় বলা,
যার নাম করিয়ে কপাল পোড়ে কণ্ঠে বিষের জ্বালা * * ॥২২৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

যাও গো জননি, জানি তোরে।
তারে দাও দ্বিগুণ সাজা মা, যে তোর খোসামোদি করে॥
মা মা বলে পাছু পাছু, যেমন স্তুতি ভক্তি করে।
দুঃখে শোকে দগ্ধে তারে দাখিল করিস্ যমের ঘরে॥
অন্নে কারে পাওয়া যায়, ক্ষীণ আলে বারি ধায়,
যেমন হয় শক্ত, তার ত্রিকাল মুক্ত, জোর জবরে।
চোকে আঙ্গুল না দিলে পর, দেখ্ বি না মা বিচার করে॥
ওমা হরের আরাধ্যপদ তয়ে দিলি মহিষাসুরে
যে শুধু কথা শোনাতে পারে, যে জনা হেতের ধরে।
তার হয়ে আশ্রিত সদা থাকিস্ মা পরাণের ডরে॥
রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে, কৃপাকণা জোরে।
সাধের আমার পদ এ নব ইন্দ্রিয় হরে॥২২৫॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

মন সুখোদয়, যে দিনে উদয়, হবে মা তারিণী জানি সমুদয়,
এ ভব সংসার, সকলি অসার, হবে নৈরাকার জলে জলময়॥
সরস্বতীর হবে বেদে অবিচার, কমলার হবে কুভক্ষ্য আহার,
অনাদির হবে জীবন সংহার, পশ্চিমেতে হবে ভানুর উদয়॥
দিবাভাগে যাবে রাত্রভাগে দিন, জলাকারে নষ্ট সমুদ্রের মীন,
আদ্যাশক্তির যবে হবে শক্তিহীন, দয়াময়ীর হবে পাষাণ হৃদয়॥
পবনের যে দিন গতিরোধ হবে, ভুজঙ্গেতে যেদিন গরুড়ে দংশিবে,
শশকেতে যেদিন মাতঙ্গ নাশিবে, সিংহের যেদিন হবে শৃগালের ভয়,
মূষায় সমুদ্র বিড়ালে লঙ্ঘিবে, পূর্ব্বের ভানু পশ্চিমে উদিবে,
ক্ষুদ্র জীব পঙ্গু সুমেরু লঙ্ঘিবে, সত্যবাদী যদি মিথ্যাবাদী হয়॥
চন্দ্রের যেদিন হবে অসিত বরণ, ব্রহ্মার যেদিন হবে অনলে মরণ,
জীবনেতে যাবে বরুণের জীবন, যুধিষ্ঠিরের হবে পাপের আশ্রয়॥
ভূমিকম্প হবে কাশী তীর্থধামে, সাধু কষ্ট হবে রাধাকৃষ্ণ নামে,
যদি সুখি হই হব সেইদিনে, নতুবা সে আশা এ জনমে নয়॥২২৩॥

সমাপ্ত